মাঠ প্রশাসন অভিযোগ প্রসঙ্গে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং ১(৪)/৯১-মপবি(সাধারণ)/১৬৩(৩০০), তারিখ, ৫ই আগস্ট ১৯৯৩/২১ শ্রাবণ ১৪০০

পরিপত্র

বিষয় ঃ বেনামী অথবা নামবিহীন দরখাস্তের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৩১-৮-৮২ইং তারিখের ৪(৬)/৮২-সিডি-(সাঃ)বিবিধ/অংশ-১/৩৮(৪৫) নম্বর পরিপত্র।

সূত্রে উল্লেখিত বিষয়ে বলবৎ নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ না হওয়ায় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বেনামী বা নামবিহীন বা ঠিকানাবিহীন দরখাস্তের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীকে হয়রানী করা এবং প্রশাসনিক কর্মকান্ডে অহেতুক জটিলতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই এই সকল দরখাস্তের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষিতে পুনর্ব্যাক্ত করা যাইতেছে যে, বেনামী বা নামবিহীন বা ঠিকানাবিহীন দরখাস্তের উপর কোন প্রকার অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২। তবে, দরখাস্তে যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়/ঘটনা, ঘটনার সময়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম প্রমাণ সম্বলিত কাগজাদি ইত্যাদির উল্লেখ থাকে তাহা হইলে এই ধরণের অভিযোগ তদন্তযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

৩। উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তাহাদের অধীনস্থ সরকারী, আধা-সরকালী.স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথভাবে পালন করিবার জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করিতে অনুরোধ করা হইল।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মাঠ প্রশাসন সংযোগ বিষয়ক

[একই নম্বর ও তারিখের স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখাদ

নং মপবি/মাপ্রস/২(১৪৩)/২০০২-২০০৪-৪৯, তারিখ, ৬ বৈশাখ ১৪১১/১৯ এপ্রিল ২০০৪

বিষয় ঃ পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত জেলাসমূহের দূর্গম উপজেলার তালিকা প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/এফএ-১৭/২০০৩-১৫৪, তারিখ, ১১ এপ্রিল ২০০৪।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, পার্বত্য জেলাসমূহের বাইরে বাংলাদেশের আরও কিছু অতি দুর্গম উপজেলা রয়েছে, যেগুলো পার্বত্য জেলাসমূহের মত বা তার চেয়েও বেশী অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন। জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে তথ্যাদি নিয়ে এ ধরনের উপজেলাসমূহের একটি তালিকার খসড়া প্রথমে অত্র বিভাগে প্রস্তুত করা হয়। পরে বিভাগীয় কমিশনারদের মাসিক সমন্বয় সভায় একাধিকবার বিশদ আলোচনা করে সংশোধনপূর্বক প্রাথমিকভাবে এ ধরণের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সমগ্র দেশের সকল উপজেলা ভিজিট সম্পন্নের পর বাস্তবভিত্তিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে অত্র বিভাগে তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এ সকল পদ্ধতিসমূহ অনুসরণে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক নিম্নোক্ত ৩১টি উপজেলাকে আপাততঃ পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত জেলার দুর্গম উপজেলা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছেঃ

পার্বত্য জেলাসমূহ ব্যতিত বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাসমূহের দূর্গম উপজেলার তালিকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	দূর্গম উপজেলার নাম	মন্তব্য
১.	বরিশাল	ভোলা	মনপূরা	
২.	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাছিরনগর	
৩.	”	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	
৪.	”	কুমিল্লা	মেঘনা	
৫.	”	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	
৬.	”	”	মহেশখালী	
৭.	”	নোয়াখালী	হাতিয়া	
৮.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	
৯.	”	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	
১০.	”	”	ইটনা	
১১.	”	”	মিঠামইন	
১২.	”	”	নিকলী	
১৩.	”	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	
১৪.	”	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	
১৫.	”	নেত্রকোণা	দূর্গাপুর	
১৬.	”	”	কলমাকান্দা	
১৭.	”	”	খালিয়াজুরী	
১৮.	”	”	মদন	
১৯.	খুলনা	বাগেরহাট	শরনখোলা	
২০.	”	খুলনা	দাকোপ	
২১.	”	”	কয়রা	
২২.	”	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	
২৩.	রাজশাহী	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর	

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	দূর্গম উপজেলার নাম	মন্তব্য
২৪.	রাজশাহী	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	
২৫.	”	নওগাঁ	আত্রাই	
২৬.	”	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	
২৭.	সিলেট	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	
২৮.	”	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	
২৯.	”	”	ধর্মপাশা	
৩০.	”	”	শাল্লা	
৩১.	”	”	তাহেরপুর	
	মোট ৬টি		১৯টি	৩১টি

উক্ত তালিকাটি সাময়িক (Provisional) । পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত কার্যার্থে তালিকাটি অনুসরণ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে উক্ত তালিকাটি সংশোধন করা যেতে পারে।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/৯(৬৬)/২০০১-২০০৩/৪৪, তারিখ, ২৫ চৈত্র ১৪০৯/৮ এপ্রিল ২০০৩

বিষয় ঃ **বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ৩(২) ধারায় আটকাদেশ দেয়ার প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টে হাজির হয়ে কারণ দর্শানো প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/(প্রঃ২)-৫১/২০০২-১৩৯/১(৭০), তারিখ ঃ ০১ এপ্রিল ২০০৩।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় হতে সূত্রোক্ত স্মারকে প্রাপ্ত স্বব্যাখ্যাত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর ৩(২) ধারা এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত ১৭-২-৯৩ তারিখের পরিপত্র মোতাবেক আটকাদেশ প্রদানের দায়ে মহামান্য হাইকোর্টে স্বশরীরে হাজিরা থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অব্যাহতিসহ অন্তরীণ ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত তহবিল হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার বিষয়ে বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে ত্বরিত সিদ্ধান্ত/কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২। সুতরাং, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ **বর্ণনামতে-১ ফর্দ**।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(৮৭)/৯৭-২০০৩/৪৫, তারিখ, ২৬ চৈত্র ১৪০৯/০৯ এপ্রিল ২০০৩

বিষয় ঃ **জেলা প্রশাসনে কর্মকর্তা পদায়ন প্রসংগে।**

উপযুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০ মার্চ ২০০৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয় সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণ ম্যাজিস্ট্রেট স্বল্পতাকে প্রত্যাশার তুলনায় কম সংখ্যক হারে ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইতোমধ্যে অনেক কর্মকর্তার পদোন্নতির কারণে জেলা প্রশাসনে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বল্পতা আরো প্রকট হয়েছে। এ অবস্থার নিরসনকল্পে তাঁদের মতামত চাওয়া হলে বিভাগীয় কমিশনারগণ এ মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় নিয়োজিত সচিব ও পৌর সভার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের একাংশ কর্মকর্তাকে জরুরী ভিত্তিতে জেলা প্রশাসনে পদায়নের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বল্পতা কিছটা হ্রাস করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা নেয়া হলে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার কাজ-কর্মের তেমন কোন ক্ষতি হবেনা মর্মেও তারা জানান।

২। সভায় জেলা পরিষদ এবং পৌরসভার সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে পদায়নকৃত ম্যাজিস্ট্রেটগণের কর্মপরিধি ও কাজের পরিমাণসহ ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকার গুরুত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বল্পতা দূরীকরণ সময় সাপেক্ষ বিধায় সভায় জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় নিয়োজিত সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের একাংশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে জেলা প্রশাসনে পদায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩। সুতরাং বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় নিয়োজিত সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণের মধ্য থেকে একাংশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে জেলা প্রশাসনে পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং **মপবি/মাপ্রস/২(৪৩)/৯৩-২০০৩/৫৪**, তারিখ, ১৬ বৈশাখ ১৪১০/২৯ এপ্রিল ২০০৩

পরিপত্র

বিষয় ঃ **সার্কিট হাউজের খাদ্য তালিকা ও মূল্য প্রদর্শন প্রসংগে।**

জেলায় অবস্থিত সার্কিট হাউজসমূহে সকালের নাস্তা, দুপুরের ও রাতের খাবার পরিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট কোন খাদ্য তালিকা নেই। একেক সার্কিট হাউজে একেক রকম খাবার পরিবেশন করা হয়। ফলে সার্কিট হাউজসমূহে পরিবেশনকৃত খাদ্যদ্রব্য ও মূল্যের উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দাবী করার কারণে সার্কিট হাউজে অবস্থানরত অতিথিদের বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

২। উল্লিখিত সমস্যা নিরসনকল্পে দেশের সকল সার্কিট হাউজের জন্য নিম্নলিখিত খাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা হলোঃ

সকালের নাস্তা ঃ

(ক) সাদা রুটি/পরোটা/পাউরুটি
(খ) মিক্সড ভেজিটেবল
(গ) ডিম (একটি)
(ঘ) চা/কফি

দুপুরের খাবারঃ

(ক) ভাত/রুটি
(খ) ছোট মাছ/ভেজিটেবল
(গ) মুরগীর মাংস/খাসি/গরুর গোসত/মাছ
(ঘ) মশুর/মুগ/অন্য কোন ডাল
(ঙ) সালাদ
(চ) কলা/অন্য কোন ফল/মিষ্টি/দই

রাতের খাবার

(ক) ভাত/রুটি
(খ) ভেজিটেবল
(গ) মুরগীর মাংস/মাছ
(ঘ) মশুর/মুগ/অন্য কোন ডাল
(ঙ) সালাদ
(চ) ফল/মিষ্টি

৩। উল্লিখিত খাদ্য তালিকা অনুযায়ী সার্কিট হাউজসমূহে খাদ্য পরিবেশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসক তালিকাভুক্ত খাদ্যের মূল্য স্থানীয়ভাবে নির্ধারণ করে মূল্য তালিকা সার্কিট হাউজের প্রত্যেক কক্ষে দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেবেন।

৪। এ তালিকা বর্হিভূত অতিরিক্ত কোন খাদ্য গ্রহণ করতে হলে অতিথি পূর্বাহ্নে সার্কিট হাউজকে জানাবেন এবং এর জন্য তাঁকে আলাদাভাবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

৫। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৪৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

স্মাকর নং মপবি/মাপ্রস/২(৫৭)/৯৩-২০০৩/৬০, তারিখ, ২১ বৈশাখ ১৪১০/ ৪ মে ২০০৩

বিষয় ঃ **পুনর্গঠিত জাতীয় কৃষি কমিটির প্রথম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি কমিটি পুনর্গঠন প্রসংগে।**

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখের স্মারক নং মপবি/(জেঃপ্রঃ-৪)/২(৫৭)/৯৩-৯৯/১৭৭ মূলে গঠিত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কমিটিসমূহ পুনর্গঠিত জাতীয় কৃষি কমিটির গত ২৩-০১-২০০৩ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

ইউনিয়ন কৃষি কমিটি ঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি
(২) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	- সদস্য
(৩) কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত একজন এনজিও প্রতিনিধি	- ঐ
(৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কৃষক	- ঐ
(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি	- ঐ
(৬) কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	- ঐ
(৭) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন ব্লক সুপারভাইজার	- সদস্য-সচিব।

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং ক্রমিকের প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন।

- কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক/কিষাণীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সার্বিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারী সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মসূচীর বিষয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করা।

(২) মাঠ পর্যায়ে অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়নপূর্বক উপজেলা কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করা।

উপজেলা কৃষি কমিটিঃ

(১) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি
(২) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	- সদস্য
(৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান	- ঐ
(৫) উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- ঐ
(৬) উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	- ঐ
(৭) কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত একজন এনজিও প্রতিনিধি	- ঐ
(৮) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কৃষক	- ঐ
(৯) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি	- ঐ
(১০) কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	- সদস্য
(১১) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	- সদস্য-সচিব

- উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ৭,৮,৯ ও ১০ নং ক্রমিকের প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন।

- কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক/কিষাণীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। তবে যে সকল এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, পশুসম্পদ কর্মকর্তা, বন অধিদপ্তর, কৃষক সমবায় সমিতি ও স্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি আছেন তাদেরকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে হবে।

- কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা দপ্তর এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

দ্রষ্টব্য ঃ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অবর্তমানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) মাঠ পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং এবং পর্যালোচনা করা ;

(২) ইউনিয়ন কৃষি কমিটি কর্তৃক পেশকৃত গ্রহণযোগ্য কর্মসূচীসমূহের বিষয়ে জেলা কৃষি কমিটির নিকট সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করা ;

(৩) কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের তৎপরতা বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জেলা কৃষি কমিটি ঃ

(১)	জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	- সভাপতি
(২)	জেলা প্রশাসক	- সদস্য
(৩)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	- ঐ
(৪)	জেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তা	- ঐ
(৫)	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	- ঐ
(৬)	উপ-পরিচালক, আরডিবি	- ঐ
(৭)	আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বিএডিসি	- ঐ
(৮)	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- ঐ
(৯)	বন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	- ঐ
(১০)	কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত একজন এনজিও প্রতিনিধি	- ঐ
(১১)	সরকার কর্তৃক মনোনীত দু'জন কৃষক	- ঐ
(১২)	সরকার কর্তৃক মনিনীত একজন মহিলা প্রতিনিধি	- ঐ
(১৩)	কৃষক সংগঠনের একজন প্রতিনিধি	- ঐ
(১৪)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য-সচিব

- সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী এই কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা কৃষি কমিটি, কমিটির গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনায় তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করবেন।
- জেলা প্রশাসক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করে ১০,১১,১২ ও ১৩ নং ক্রমিকের প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন।
- কৃষক প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কৃষক/কিষাণীকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। তবে যে সব এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষক সমবায় সমিতি ও স্থানীয় চেম্বার প্রতিনিধি আছেন তাদেরকে কমিটিতে কো অপ্ট করতে হবে।
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা দপ্তর এই কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

দ্রষ্টব্য ঃ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অবর্তমানে জেলা প্রশাসক এই কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারী পর্যায়ে নিয়মিত মনিটর ও পর্যালোচনা করা; এবং

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কৃষি কমিটির সুপারিশক্রমে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম নির্ধারণপূর্বক জাতীয় কৃষি কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করা।

৩। এতদসংক্রান্ত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(১৪৪)/২০০৩/৬৭, তারিখ, ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/১৭ মে ২০০৩

বিষয় ঃ **মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে**(Duty Station) **অবস্থান নিশ্চিতকরণ প্রসংগে।**

মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত সরকারী/ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে (Duty Station) অবস্থান করা বাধ্যতামূলক। জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কোন সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তার পরবর্তী উচ্চ ধাপের কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল (Duty Station) ত্যাগ করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। উল্লেখ্য যে, বিনানুমতিতে কর্মস্থল (Duty Station) ত্যাগ করা একজন সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তার জন্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ, যা প্রশাসনিক রীতিতে শাস্তিযোগ্য।

২। এমতাবস্থায়, তাঁর জেলার বা উপজেলায় কর্মরত কোন কর্মকর্তা বিনানুমতিতে কর্মস্থল (Duty Station) ত্যাগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে জেলা/উপজেলায় কর্মরত সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করার জন্যও তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল।

শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৪৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(৪৩)/৯০-২০০৩/৭৭, তারিখ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/ ২ জুন ২০০৩

বিষয় ঃ উত্তরা গণভবনে (মূল প্যালেস) রাত্রিযাপন নিষিদ্ধকরণ/সীমিতকরণ প্রসংগে।

সূত্র ঃ **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা-৩২.৫৫.১৬.০০.০০.০২.২০০১-১৬২, তারিখ, ২৫ মে ২০০৩।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এখন থেকে নাটোরস্থ 'উত্তরা গণভবন' (মূল প্যালেস)-এ শুধুমাত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশী ভিআইপি-গণ ব্যতীত অন্য কেহ রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৭১৬৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/৫(২৬)/৮২-২০০৩/৮৭, তারিখ, ৩ আষাঢ় ১৪১০/১৭ জুন ২০০৩

বিষয় ঃ **পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের (খ) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কলামের (৩) জঘন্য অপরাধের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রবণতা সংক্রান্ত 'সংযোজনী-ক'-এর সংশোধন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং-মপবি/মাপ্রস/৫(২৬)/৮২-২০০২/৬৩৪, তারিখ, ১৭ আগস্ট ২০০২।**

সূত্রোক্ত স্মারকের মাধ্যমে ইতিপূর্বে সরবরাহকৃত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ছকের অনুচ্ছেদ (খ) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এর উপ-অনুচ্ছেদ (৩) জঘন্য অপরাধের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রবণতা সংক্রান্ত 'সংযোজনী-ক' নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপনপূর্বক সংশোধন করা হলো ঃ

প্রস্তুতির তারিখ ঃ.....

সংযোজনী-ক

.....মেট্রোপলিটন এলাকার জঘন্য অপরাধের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রবণতা বিবরণী

...../২০০৩ এর..... পক্ষ (.....হতে.....পর্যন্ত)

(শুধুমাত্র মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য)

ক্রমিক নং	পক্ষ	খুন	ধর্ষণ	ডাকাতি/ রাহাজানি	অগ্নি সংযোগ	অপহরণ	এসিড নিক্ষেপ	নারী ও শিশু নির্যাতন	আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার)	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	বিবেচ্য পক্ষ										
২।	বিগত পক্ষ										
	বিগত পক্ষের তুলনায় হ্রাস/বৃদ্ধি										

( )
চীপ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

২। উল্লিখিত সংশোধিত ছকে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

স্মারক নং **মপবি/মাপ্রস/২(১৪৪)/২০০৩-১৩৮**, তারিখ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩

বিষয় ঃ **মাঠ পর্যায়ে কর্মরত টা ১১৭০০—১৩৫০০ স্কেলভুক্ত ও তদূর্ধ্ব সরকারী কর্মকর্তাগণের কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগের লিখিত অনুমতি গ্রহণ সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্র নং-মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ ঃ ২৪-১২-২০০২**

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সূত্রস্থ পরিপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। পরিপত্রের ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে টাঃ ১১৭০০-৩০০-১৩৫০০ বেতন স্কেল (যুগ্ম-সচিবদের বেতন স্কেল) এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা যিনি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত আছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটিতে যেতে বা কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।"

এতদসত্বেও উপরোক্ত মর্যাদার অনেক কর্মকর্তা উক্ত পরিপত্রের বিধানের ব্যত্যয় ঘটিয়ে যথাযথ অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এতে সরকারী কর্মকান্ডের গতিশীলতা ও শৃংখলা ব্যাহত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় উপরোক্ত বিষয়টির যথাযথ প্রতিপালনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ফজলুল হক
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৭৬১৯৩৯৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

স্মারক নং **মপবি/মাপ্রস/২(১৪৪)/২০০৩-১৭০**, তারিখ ঃ ২৮ কার্তিক ১৪১০/১২ নভেম্বর ২০০৩

বিষয় ঃ **মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অধিদপ্তর/ সংস্থার যে সকল কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে(Duty Station) অবস্থান করেন না তাঁদের তালিকা প্রণয়ন প্রসংগে।**

মাঠ পর্যায়ে নিয়োগকৃত সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে (Duty Station) অবস্থান করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়টি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ইতিপূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৪-১২-২০০২ তারিখের মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯ নং স্মারকের পরিপত্র এবং ১৭-৫-২০০৩ তারিখের মপবি/মপ্রস/২(১৪৪)/২০০৩/৬৭ নং স্মারকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো (কপি সংযুক্ত)।

পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কতিপয় কর্মকর্তা সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে কর্মস্থলে (Duty Station) অবস্থান করেন না। এ সব কর্মকর্তা নিকটস্থ জেলা শহর অথবা কর্মস্থলের বাহিরে সুবিধামত স্থানে বসবাস করে অফিস করেন। কিছু কিছু কর্মকর্তা ভিন্ন জেলায়ও অবস্থান করে থাকেন। এতে জনস্বার্থ বিষয়ক কর্মসম্পাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং সরকারী নির্দেশনা প্রতিপালিত হচ্ছে না। Duty ষ্টেশনের বাইরে থাকার কারণে তারা যথাসময়ে অফিসে উপস্থিত হননা এবং প্রকৃতপক্ষে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক অনুমতি ছাড়াই কর্মদিবসের বিকালে Duty ষ্টেশন ত্যাগ করেন, যা প্রশাসনিক শৃংখলার পরিপন্থী।

এমতাবস্থায় সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত অফিসের যে সকল কর্মকর্তা কর্মস্থলে (Duty Station) অবস্থান করেন না এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল (Duty Station) ত্যাগ করেন তাঁদের চিহ্নিত করে তালিকা প্রণয়ন প্রয়োজন। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখের মধ্যে তাঁদের অধীনস্থ অধিদপ্তর/সংস্থার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের উপরোক্ত প্রকৃতির কর্মকর্তাদের তালিকা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সোহেলী শিরীন আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

স্মারক নং **মপবি/মাপ্রস/৫(২৬)/৮২-২০০৩-১৮৮**, তারিখ ঃ ০৪ পৌষ ১৪১০/ ডিসেম্বর ২০০৩

বিষয় ঃ **পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে উপযুক্তভাবে তথ্য প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ (১) **মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/মাপ্রস/৫(২৬)/৮২-২০০২/৩৭, তারিখ ঃ ১৩ মার্চ ২০০৩।**

(২) **মপবি/মাপ্রস/৯(৭৪)/২০০৩/৫৬, তারিখ ঃ ৩০ এপ্রিল ২০০৩।**

(৩) **মপবি/মাপ্রস/৯(৭৪)/২০০৩/৫৮, তারিখ ঃ ০৩ মে ২০০৩।**

পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, কোন কোন জেলা প্রশাসক/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট হতে প্রাপ্ত আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ও পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তথ্য উল্লেখ করা হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটলেও তা সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয় না। উপরন্তু, আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে যে সকল গুরুতর অপরাধের মামলার রায় উল্লেখ করা হয় (মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ), সে সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখের স্মারক নং-মপবি/ফৌমানিআশৃ/১(১)/২০০২-১২১ মোতাবেক সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ও লোমহর্ষক/গুরুতর কোন ঘটনা সম্পর্কে চার ঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট প্রেরণ করলেও আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সাপ্তাহিক প্রতিবেদন ও পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ত আকারে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সংঘটিত অপরাধের তথ্য/সংখ্যা নির্ধারিত কলামে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণের সময় যাতে উল্লেখিত ব্যত্যয়/বিচ্যুতি না ঘটে তজ্জন্য লক্ষ্য রাখতে এবং নির্দ্ধারিত তারিখে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব
ফোন ঃ ৭১৬৯৭৪৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন-৪ শাখা

নং **মপবি/জেপ্র-৪/২(৯৯)/৯৮/৫৩২**, তারিখ ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২/২৪ মাঘ ১৪০৮

বিষয় ঃ **বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের জন্য দেশের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী ভ্রমণকালীন নিরাপত্তা ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ (ক) **আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৭৩৭-বিচার-৪/১ এইচ-৩/২০০০, তারিখ ২৪-৪-২০০০**

(খ) **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ভিআইপি-১/৯৫(রাজ-৪) ১২২৩, তারিখ ৭-৮-২০০১**
(গ) **সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পত্র নং সম(প্রঃ৩)/বিবিধ-১৮/২০০০-২০৮, তারিখ ২৮-১-২০০২**

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিগণের জেলায় সফরকালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারিকৃত Warrant of Precedence, 1986 (এপ্রিল ২০০০ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদেরকে সার্কিট হাউজে ভিআইপি কক্ষ বরাদ্দ, যানবাহন সরবরাহ, নিরাপত্তা বিধান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন-৪ শাখা

নং মপবি/জেপ্র-৪/২(৬১)/৯৩-২০০২/৫৭৩, তারিখ ঃ ৩০ মার্চ ২০০২/১৬ চৈত্র ১৪০৮

বিষয় ঃ **ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন ইউনিয়ন পর্যায়ের দপ্তরসমূহ স্থানান্তর প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **স্থানীয় সরকার বিভাগের ডি,ও,নং-শা-প্রঃঅঃ-২/১ডি-৪/২০০১/৩২৪, তারিখঃ ১৭-৩-২০০২।**

গ্রামীণ জনসাধারণকে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সকল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত বিভিন্ন সরকারী অফিস একই স্থানে অবস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

২। উক্ত প্রকল্প গ্রহণের প্রাক্কালে গত ১৯-১১-১৯৯৮ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১টি কক্ষ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ১টি কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২টি কক্ষ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীন বিআরডিবি-এর জন্য ১টি কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আনসার ও ভিডিপির জন্য ২টি কক্ষ, ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় স্পেস এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য ১টি কক্ষ ও ১টি ষ্টোর রুমের ব্যবস্থা রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩। সূত্রোক্ত পত্রে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত ২৪৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের অফিসসমূহ উক্ত ভবনে এখনো স্থানান্তর করা হয়নি।

৪। এমতাবস্থায়, প্রাপ্তক্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন-৪ শাখা

নং মপবি/জেপ্র-৪/২(৯৯)/৯৮-৬০৭, তারিখ ঃ ২২ জুন ২০০২/৮ আষাঢ় ১৪০৯

বিষয় ঃ **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক সমন্বয় সভা প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডি, ও পত্র সংখ্যা-১৪.৩৯.১৬.০০.০০.২০০২-৫৯২, তারিখ ৩০.৩.২০০২।**

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডি, ও পত্র সংখ্যা-১৪.০১.১৭.০০.০০.০১.২০০২-১২৫০, তারিখ ১.৬.২০০২।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সারাদেশে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কার্যক্রম জেলা, বিভাগ, মন্ত্রণালয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত মাসিক সমন্বয় সভা করে সভার কার্যবিবরণী প্রেরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে 'ক' সূত্রে প্রেরিত ডি, ও পত্রের মাধ্যমে তাঁকে ইতিমাধ্যে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এতদসংক্রান্ত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ পূর্বক অত্র বিভাগকে অবহিত রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

স্মারক নং মপবি/মাপ্রস/২(৪৯)/২০০০(অংশ-১)/৬২৯, তারিখঃ ২৩ শ্রাবণ ১৪০৯/৭ আগস্ট ২০০২

বিষয় ঃ **People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এবং ১৫ আগষ্ট শোক দিবস পালন ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিষয়টি বাতিলের সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972 সংশোধন সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন-এস, আর, ও, নং ২১৩-আইন/২০০২ মপবি-৫/১/২০০১-বিধি, তারিখ ১৯ শে শ্রাবণ ১৪০৯/৩রা আগষ্ট ২০০২ (আগষ্ট ৩, ২০০২ তারিখে বাংলাদেশ গেজেট-এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত)-এর অনুলিপি এবং ১৫ আগষ্ট শোক দিবস পালন ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার বিষয়টি বাতিল সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং মপবি-৫/১/২০০১-বিধি/১১৪, তারিখ, ১৯ শ্রাবণ ১৪০৯/৩ আগষ্ট ২০০২-এর অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এইসাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

এম এ আকমল হোসেন আজাদ
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৯৫৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯/৬৩০, তারিখ ঃ ২৩ শ্রাবণ ১৪০৯/৭ আগষ্ট ২০০২

বিষয় ঃ **জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সপরিবারে কর্মস্থলে বসবাস প্রসংগে।**

সরকার উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছে যে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অনেকেই সপরিবারে কর্মস্থলে অবস্থান করছেন না। এর ফলে পরিবারের সাথে মিলিত হবার প্রয়োজনে সপ্তাহে দু'দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। কেউ কেউ প্রায় প্রতিদিনই বিকেলে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। এলাকার কর্মকান্ডে তাঁদের সম্পৃক্তি বড়জোর নয়টা-চারটার মধ্যে সীমিত থাকে। সরকারী আবাসন সুবিধা থাকা সত্বেও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ সপরিবারে কর্মস্থলে বসবাসে অনীহা প্রকাশ করছেন। এমনকি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পুরোধায় যে সমস্ত কর্মকর্তা রয়েছেন, যেমন—জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ কর্মস্থলে সপরিবারে বসবাস করেন না। কর্মকর্তাগণ সপরিবারে কর্মস্থলে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করলে এলাকা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় এবং জনসাধারণ সব সময় তাঁদের সেবা লাভে সক্ষম হয়।

২। দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণের স্ব স্ব কর্মস্থলে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করা এলাকার প্রশাসনিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অতীব প্রয়োজনীয়। জেলা প্রশাসকের স্ত্রী পদাধিকার বলে জেলা মহিলা সমিতিসহ বিভিন্ন সংগঠনের সভানেত্রী। উপজেলা পর্যায়েও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের স্ত্রীগণ সামাজিক/সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ সপরিবারে বসবাস করলে তাঁদের পুত্র-কন্যাগণ স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করে বলে অভিভাবক হিসেবে সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁদের সম্পৃক্ততা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়। ডিউটি ষ্টেশনে স্ব-পরিবারে বসবাস না করলে ঐ এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মকর্তার আগ্রহ বহুলাংশে হ্রাস পায়। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন দারুনভাবে ব্যাহত হয়।

৩। এমতাবস্থায়, দেশের শিক্ষা ক্রীড়া এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণকে যথাসম্ভব পরিবার-পরিজনসহ কর্মস্থলে অবস্থানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(১০০)/৯৮-২০০২/৬৫৯, তারিখ, ২৪ আশ্বিন ১৪০৯/৯ অক্টোবর ২০০২

বিষয় ঃ **'' পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯৩''-এর আওতায় সকল এক্স-রে স্থাপনার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ প্রসংগে।**

এক্স-রে যন্ত্রনিসৃত আয়নায়নকারী বিকিরণের সাথে ব্যক্তির এবং পরবর্তী প্রজন্মের ক্যান্সার ঝুঁকি জড়িত রয়েছে। এ ঝুঁকি আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৩ সালে 'পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ আইন-১৯৯৩' এবং ১৯৯৭ সালে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা-৯৭ প্রজ্ঞাপিত করে। উক্ত আইনে দেশের সকল এক্স-রে স্থাপনার জন্য লাইসেন্স গ্রহণ ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এ বিষয়ে দেশব্যাপী জরিপ কাজ সম্পন্ন করে এবং এক্স-রে স্থাপনাসমূহের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ দূর করে আইন অনুযায়ী লাইসেন্স গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সময়ে পত্র মারফত তাদেরকে অনুরোধ জানায়। তা সত্ত্বেও প্রায় ৮০ ভাগ এক্স-রে স্থাপনাই অদ্যাবধি লাইসেন্স গ্রহণ করেনি। যে সকল এক্স-রে স্থাপনাসমূহ লাইসেন্স গ্রহণ করেনি, তাদের নাম- ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে সকল জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার বরাবরে ইতিমধ্যে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বর্ণিত অবস্থায়, তাঁর জেলায় অবস্থিত এক্স-রে স্থাপনাসমূহ যাতে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ দূর করে আইনানূযায়ী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করে, সে বিষয়ে গুরুত্বসহকারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(৫৫)/৯৩-২০০২(অংশ-১)/৬৬০, তারিখ, ২৪ আশ্বিন ১৪০৯/৯ অক্টোবর ২০০২

বিষয় ঃ **'The Protection and Conservation of Fish (Ammendment)Act. 2002' মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন প্রসংগে।**

'The Protection and Conservation of Fish (Ammendment)Act.2002' মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ, বিশেষ করে এ আইনের ৪ক ধারা অনুযায়ী কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিপণন, আমদানী, মজুদ, বিক্রয়, পরিবহণ, মালিকানা ও ব্যবহার বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

বর্ণিত বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচার যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

মোঃ আবু বকর সিদ্দিক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬১৮৩৯৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ শাখা

নং মপবি/মাপ্রস/২(১১৫)/বিবিধ/৯৯-২০০২/৬৯৯, তারিখ, ১০ পৌষ ১৪০৯/২৪ ডিসেম্বর ২০০২

পরিপত্র

বিষয় ঃ **মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের সার্বক্ষণিকভাবে কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিতকরণ প্রসঙ্গে।**

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তাগণের কর্মস্থলে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ঃ

(১) একজন কর্মকর্তা ঢাকা থেকে যে কোন জেলা/উপজেলা শহরে বদলীর ক্ষেত্রে তার সন্তানগণ ঢাকার কোন স্কুল ত্যাগ করে ঢাকার বাইরের স্কুলে নিয়মিতভাবে পড়া-শুনা করার পর পরবর্তী সময়ে তার পূর্ববর্তী স্কুলে পুনরায় ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ ঢাকাসহ দেশের সকল স্কুলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের 'লিয়েন' পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে মফস্বল থেকে আগত কোন কর্মকর্তার সন্তান স্কুলগামী হয়ে থাকলে উক্ত কর্মকর্তা উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চলকে লিখিত অনুরোধ জানিয়ে ঢাকাস্থ মাধ্যমিক স্কুলে তাঁর সন্তানকে ভর্তি করার সুযোগ পাবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন নং শিম/শা-১০/বিবিধ-১/২০০১/৪৩, তারিখ ঃ ৪-২-২০০১ এবং প্রজ্ঞাপন নং শিম/শা-১০/বিবিধ-১/২০০১/১৫৮(৮), তারিখ ঃ ১৫-৫-২০০১ জারী করেছে। এই প্রজ্ঞাপনদ্বয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের 'লিয়েন' নীতি এবং ঢাকায় বদলীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের ঢাকার স্কুলে ভর্তির নীতি পদ্ধতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনদ্বয়ের কপি সংযুক্ত করা হলো।

(২) চাকুরির ১০ (দশ) বছর পূর্ণ হয়েছে এমন কর্মকর্তা যদি ঢাকায় সরকারী বাসায় বসবাসকারী হন, তবে তাকে ঢাকার বাইরে বদলী করা হলে এবং উক্ত কর্মকর্তা নূন্যতম ২ (দুই) বছর তার বদলীকৃত স্টেশনে কাটিয়ে ঢাকায় পুনঃবদলী হয়ে এলে বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এরূপ কর্মকর্তাকে সরকারী বাসা বরাদ্দ প্রদান করবে। এই শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য কতিপয় বাসা প্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে। ঢাকায় সরকারী বাসা বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত ঢাকায় পুনঃবদলীকৃত উক্ত কর্মকর্তা বর্তমানে প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া ভাতার দ্বিগুণ হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(৩) একজন কর্মকর্তার প্রতি স্টেশনে চাকুরিকাল (Tenure) হবে তিন বছর (দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর)। ঢাকার বাইরে কর্মরত কোন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি, বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন—এই তিনটি কারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণে তিন বছরের পূর্বে (দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর) বদলী করতে হলে বিষয়টি একজন মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে বিবেচিত হতে হবে। কেবলমাত্র কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তিন/দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোন কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলী করতে পারবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন পৃথকভাবে জারী করবে।

(৪) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন নির্ধারণ করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কোন কর্মকর্তার যোগ্যতা বা দক্ষতার কারণে মাঠ পর্যায়ের পদে তিন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ঢাকায় কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলী করে আনা হয়, তবে মফস্বলে দুই বছর চাকুরি না করা সত্ত্বেও তিনি ঢাকায় বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার অথবা দ্বিগুণ হারে বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(৫) ঢাকার বাইরে বদলীকৃত কর্মকর্তার স্ত্রী সরকারী চাকুরীজীবী হলে স্বামীর কর্মস্থল যে জেলায় অবস্থিত সে জেলায় অথবা পার্শ্ববর্তী কোন জেলায় তাকে পদায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যদি বিশেষভাবে অনুরোধ করে তবে সংশ্লিষ্ট জেলায় উক্ত কর্মকর্তার স্ত্রীর জন্য সুপারনিউমারারী পদ সৃজন করা যেতে পারে।

(৬) ঢাকা থেকে মফস্বলে বদলীকৃত কর্মকর্তাকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঢাকার সরকারী বাসা ছেড়ে দিতে হবে। কোন অজুহাতে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না।

(৭) ১১,৭০০—৩০০—১৩,৫০০ বেতন স্কেল (যুগ্ম-সচিবের বেতন স্কেল) এবং তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা যিনি মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত আছেন, তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ছুটিতে যেতে বা কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

(৮) উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাঁর পরবর্তী উচ্চ ধাপের কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।

(৯) জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করবেন। বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ না থাকলে অধিদপ্তর প্রধানের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক লিখিত অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা শুরু করতে হবে।

(১০) মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাকে বেতন বিলে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী মাসে কতদিন তিনি কর্মস্থলে অবস্থান করে তার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কতদিন কর্মস্থলের বাইরে অবস্থান করেছেন। প্রত্যয়ন পত্রের একটি নমুনা এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

(১১) ৯০ দিন বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য কোন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে গেলে তাঁকে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ প্রদান করতে হবে এবং প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার শূন্য পদে নূতন কর্মকর্তাকে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কমকর্তার পদ না থকলে অর্থ বিভাগের সম্মতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় ওএসডি-র পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা করবে। ওএসডি হিসাবে পদায়নের পূর্বে কোন কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জি, ও ইস্যু করা যাবে না।

(১২) জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/উপদেষ্টা/হুইপবৃন্দ কর্মস্থলে অনুপস্থিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তদন্তপূর্বক যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(১৩) উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তা পরিবীক্ষণ করবে এবং অবস্থা সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করবে।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহম্মদ আবুল কাশেম

যুগ্ম-সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন)
ফোন ঃ ৮৬১৯৭৪৫।

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি গত মাসে (..... , ২০০২/২০০৩) মোট ..... দিন কর্মস্থলে অবস্থান করিয়াছি। এছাড়া সরকারী কাজে/অনুমোদিত ছুটি নিয়া..... দিন কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করিয়াছি।

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী (সীল) ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেঃ প্রঃ-৪ শাখা

নং মপবি/জেপ্রঃ৪/৬(১১)/৯২-৬৪৫, তারিখ, ১৮ জুলাই ১৯৯২ইং/৩রা শ্রাবণ ৯৯বাং

পরিপত্র

বিষয় ঃ **কালেক্টরেটের শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন প্রসংগে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, অনেক জেলা প্রশাসকই নিয়মিতভাবে তাঁহার কার্যালয় তথা কালেক্টরেট এর শাখাসমূহ পরিদর্শন করিতেছেন না। ফলশ্রুতিতে কালেক্টরেটের কাজের মান সমুন্নত রাখা হইতেছে না। শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে কালেক্টরেটের কাজের মানোন্নয়ন করা সম্ভব। পরিদর্শনের সাথে সাথে পরিদর্শনে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের ক্ষেত্রে নির্দেশ বাস্তবায়িত হইতেছে কি না তাহাও পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন।

২। এমতাবস্থায় নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, জেলা প্রশাসকগণ (১) বৎসরে অন্ততঃ একবার কালেক্টরেট এর শাখাসমূহ পরিদর্শন করিবেন, (২) পরিদর্শনে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের নির্দেশ বাস্তবায়ন হইতেছে কি না, নিয়মিতভাবে তাহা পরিবীক্ষণ করিবেন ও (৩) পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহের একটি অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা প্রশাসন অধিশাখায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৩। জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক কালেক্টরেট এর শাখা পরিদর্শন কর্মকান্ডকে তাঁহাদের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

আব্দুল হামিদ চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নং মপবি/জেঃপ্রঃ-৪/২(৩৪)/৮৭-৯২/৬২৬, তারিখ, ১৬ই আষাঢ়, ১৩৯৯/৩০শে জুন, ১৯৯২

পরিপত্র

বিষয় ঃ **মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকান্ডে গতিশীলতা সঞ্চার ও সমন্বয় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন প্রসংগে।**

সরকার লক্ষ্য করিয়াছে যে, মাঠ প্রশাসনে এবং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রশাসনে গতিশীলতার অভাব বিরাজ করিতেছে। মাঠ পর্যায়ের অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সমন্বয়, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উদার দৃষ্টিভংগির অভাব, সিদ্ধান্তের জন্য বা সমস্যার সমাধানের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকা, উদ্যম ও উদ্যোগহীনতা, কাজের পরিমাণ অনির্দ্ধারিত রাখা, কর্ম সম্পাদন মূল্যায়নের প্রমাপ না থাকা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব, উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ভ্রমণের মাধ্যমে তদারকি ও পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা না থাকা, চিহ্নিত সমস্যার সমাধানে অহেতুক বিলম্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণের নির্দেশ বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুসরণিকা না থাকা ইত্যাদি বহুমাত্রিক সমস্যায় প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যহত হইতেছে। এই অবস্থার অবসানক্রমে প্রশাসনকে জবাবদিহিমূলক ও উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল করা একান্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে।

২। উপরোক্ত লক্ষ্যে সরকার নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে ঃ

(ক) মাঠ পর্যায়ে প্রত্যেক বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট)-এর কাজের বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং সম্ভব হইলে মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও পরিমাণ নির্দ্ধারণপূর্বক নির্দ্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও পরিমাণ অনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না তাহা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত নিরীক্ষা ও তদারকির ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যেক বিভাগের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও পরিমাণ সম্পর্কে একটি তথ্য পুস্তিকা প্রকাশ করিতে হইবে যাহা অন্যান্য বিভাগের নিকট সহজলভ্য হইবে। প্রত্যেক বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্মবন্টনসূচী (JOB DESCRIPTION) থাকিতে হইবে এবং নির্দ্ধারিত কর্মবন্টনসূচী অনুযায়ী কাজ হইতেছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(খ) প্রত্যেক বিভাগের উচ্চতর পর্যায় হইতে নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত কর্মকর্তা/কর্মাচারীদের সহিত অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক যাহাতে গড়িয়া উঠে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। সরকারের সকল প্রকার কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্বার্থে এই পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইবে।

(গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হইতে পূর্বাপর অনেক আদেশ/নির্দেশ জারি হওয়া সত্ত্বেও মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তার/কর্মচারীর কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতা রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই। প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ব স্ব কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বে জারিকৃত নির্দেশ পর্যালোচনা করিয়া নতুন নির্দেশ জারি করিবে এবং উহা কার্যকর করিবে। এতদউদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে শৃংখলা সংক্রান্ত আইন ও বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। কোন কর্মকর্তার সরকারী কার্যোপলক্ষে অথবা ছুটিতে কর্মস্থল ত্যাগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে অবহিত রাখা প্রয়োজন।

(ঘ) মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাইতেছেন কি না এবং প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণোত্তর সময়ে সর্বোচ্চ ব্যবহার হইতেছে কি না, সেইদিকে নজর রাখিতে হইবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নের কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন ও কার্যকর করিতে হইবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পাদিত কাজের মূল্যায়নের ব্যবস্থা ও মূল্যায়নের প্রমাপ (ষ্ট্যান্ডার্ড) থাকা প্রয়োজন। ইহাতে কর্মোদ্দম ও কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে।

(ঙ) নিয়মিত ভ্রমণ ও সুসংহত পরিদর্শনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কাজের তদারকির ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। পর্যবেক্ষণে দৃষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সমস্যাদি দূরীকরণে প্রদত্ত নির্দেশের যথাযথ বাস্তবায়ন হইতেছে কি না তাহা নিয়মিতভাবে অনুসরণের (FOLLOW-UP) ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। পরিদর্শন কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কাজের পরিমাণ প্রমাপ অনুসারে হইতেছে কি না তাহা পরিদর্শন প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করিতে হইবে। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণকে জনসংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কর্মকান্ডের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে।

(চ) উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সুসংহত কার্যকর সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। এইজন্য প্রত্যেক বিভাগকে অন্য বিভাগের কাজের প্রকৃতি, পরিধি এবং পরিমাণ সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হইবে। জেলা এবং থানা পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ এই বিষয়ে তাঁহাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন এবং সমন্বয়ের কাজ জোরদার করিবেন।

(ছ) সরকারী নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন থাকিলে এবং স্ব স্ব কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা থাকিলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বদা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল হইতে হয় না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশের অপেক্ষা না করিয়া স্থানীয়ভাবে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সমস্যা সমাধানের জন্য কেবলমাত্র নিজ ক্ষমতা বহির্ভূত বিষয়ে নির্দেশের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হইতে হইবে। উর্দ্ধতন পর্যায় হইতে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত উদ্যম উৎসাহ ও গতিশীলতার ভিত্তিতে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৩। উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মাঠ পর্যায়ের স্ব স্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক নির্দেশ জারী করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন শাখা-৪

নং মপবি/জেপ্র-৪/৩(৬৫)/৮৩-৯০(অংশ-১)/১৭৫(৬৮), তারিখ, ৮ ই বৈশাখ ৯৭/২২ শে এপ্রিল ১৯৯০

অফিস সার্কুলার

বিষয় ঃ **মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সভাপতিত্বকরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **অত্র বিভাগের স্মারক নং সিডি/ডিএ-৪/৩(৬৫)/৮৪-৫২৬, তাং ২৩-১০-৮৪ ইং।**

উল্লেখিত বিষয়ে নির্দেশক্রমে সূত্রোক্ত স্মারকের প্রতি সকল জেলা প্রশাসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে (অনুলিপি সংযুক্ত)। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সরকারী নির্দেশের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কোন কোন জেলায় জেলা প্রশাসকের অবর্তমানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক/রাজস্ব) মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন। বিষয়টি সরকারী নীতির পরিপন্থী।

২। মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রতি জেলায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং স্ব স্ব জেলার জেলা প্রশাসক উহার সভাপতিত্ব করিবেন। যদি কোন কারণে সভার নির্ধারিত তারিখে জেলা প্রশাসক উপস্থিত থাকিতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে সভা স্থগিত রাখিয়া তারিখ পরিবর্তন করিয়া সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যগণকে জানাইয়া দিতে হইবে।

মোঃ মতিয়ার রহমান মৃধা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ২৪২২৪৮।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেপ্র-৪ শাখা

নং মপবি/জেপ্র-৪/৩(৬৫)/৮৩-৯০(অংশ-১)/২৮৮, তারিখ, ৪ ভাদ্র ১৩৯৭/২০ আগষ্ট ১৯৯০

স্মারকপত্র

বিষয় ঃ **জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সংক্রান্ত।**

সূত্র ঃ **(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/জেপ্র-২/১(২২)/৮৫-২৯৪, তারিখ, ৩০-৬-৮৫ ইং।**

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/জেপ্র-৪/৩(৬৫)/৮৩-৮৮(অংশ-১)/৯১৯, তারিখ, ১৮-১২-১৯৮৮ ইং।

উপরোল্লিখিত বিষয়ে নির্দেশ মোতাবেক জানানো যাইতেছে যে, সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে যে, জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠানকালে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ ইচ্ছুক হইলে যোগদান করিতে পারিবেন।

২। সূত্র (খ)-এ উল্লেখিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারকটি অনুরূপভাবে সংশোধন করা হইল।

৩। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকরী হইবে।

মুজিবর রহমান
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেপ্র-৪ শাখা

নং মপবি/জেপ্র-৪/২(১০)/৮৯-৯০-৩০৯, তারিখ, ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯০/২৩ ভাদ্র ১৩৯৭

বিষয় ঃ **সরকারী কাজে সদর দপ্তরের বাহিরে সফরকালে সাধারণ পরিবহন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ (ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/জেপ্র-৪/২(১০)৮৯-৯০-২৮৯(৬৮), তারিখ, ২৭-৮-৯০ ইং।

(খ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম(পরি)প্রঃ২/৮৯-২৭৮(২০০), তারিখ, ২১-৮-৯০ ইং।

(গ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং সম/(এডি-২)-৭৫/৯০(অংশ-৩)-৬৫০(৩৫০), তারিখ, ২৭-৮-৯০ ইং।

সূত্রোল্লিখিত স্মারক মারফত, বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, সরকারী কাজে গাড়ী ও জ্বালানী ব্যবহারের উপর সরকার যে সকল বিধি-নিষেধ আরোপ করিয়াছেন তাহা সকলকে অবগত করা হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে, যানবাহন এর তেল খরচ শতকরা ১০% হ্রাস করা এবং সরকারী কাজে সদর দফতরের বাহিরে সফরকালে যথাসম্ভব সাধারণ পরিবহন (রেল ও বিমান) ব্যবহার করার নির্দেশগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকারের নজরে রহিয়াছে যে, এতদসত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই নির্দেশাবলী সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না।

২। এই পরিপ্রেক্ষিতে, উল্লেখিত বিধি নিষেধ বলবৎ থাকাকালীন, উহা সতর্কতার সহিত পালন করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে।

৩। জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনারগণ সরকারী কাজে, প্রয়োজনীয় অনুমতিসহ ঢাকায় অবস্থান করিলে, ঢাকায় অবস্থানকালীন যানবাহন ব্যবস্থার জন্য আমন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয়ের সহিত পূর্ব যোগযোগ করিবেন।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধূরী
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতির সচিবালয়

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

জেলা প্রশাসন শাখা-৪।

নং মপবি/জেপ্র-৪/৯(৬৫)/৮৮-৮৯/৫৬৯, তারিখ, ২৪ অক্টোবর ১৯৮৯/৯ কার্তিক ১৩৯৬

অফিস স্মারক

বিষয় ঃ **জাতীয়/স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগের তদন্ত সংক্রান্ত।**

লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, জাতীয় অথবা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় প্রায়শঃই মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি, সরকারী নিয়ম-নীতির ব্যত্যয়, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অভিযোগ প্রকাশিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল অভিযোগ একাদিক্রমে ঐ সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাঠ পর্যায়ের সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে এবং প্রশাসনের ভাবমূর্তিকে সমুন্নত রাখিবার জন্য এই সকল প্রকাশিত অভিযোগের অবিলম্বে তদন্ত হওয়া এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

উপরোক্ত বিষয়টি প্রনিধান করতঃ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, জাতীয় অথবা স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় জেলা প্রশাসন সংক্রান্ত কোন দূর্নীতি, সরকারী নিয়ম-নীতির ব্যত্যয়, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির কোন সুস্পষ্ট অভিযোগ প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক স্বতঃপ্রনোদিতভাবে সকল অভিযোগ তদন্ত করিবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব যথাযোগ্য ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

মোঃ গোলাম মর্তুজা
উপ-সচিব।

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন বিষয়াদি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪-৩৮৮(৫২) তারিখ, ১৬ মাঘ ১৪১১/২৯ জানুয়ারী ২০০৫

বিষয় ঃ **দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে সরকার বা অন্য কোন সংস্থার সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগ প্রসংগে।**

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিলুপ্ত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক কাঠামো এখনও অনুমোদিত হয়নি। এ পর্যায়ে কমিশনে কমিশনার (চেয়ারম্যানসহ), সচিব ও জরুরী ভিত্তিতে অনুমোদিত ৩৬টি পদ ব্যতীত অন্য কোন পদের অস্তিত্ব নেই। সচিব ও উক্ত ৩৬টি পদে এখনো পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কোন কোন কর্মকর্তা অস্তিত্ববিহীন (Non-existing) ভূয়া পদবি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে ব্যবহার করে দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে পত্রাদি/স্মারক জারি করছেন। এরূপ কার্যক্রম বেআইনী এবং চাকুরী শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এরূপ এখতিয়ার বহির্ভূত পত্র/স্মারক ইত্যাদিকে আমলে নেয়া সমীচীন হবে না। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিষয়টি নির্দেশক্রমে তাঁর সদয় অবগতিতে আনা হলো।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপ-সচিব (ফৌজদারী বিচার)
ফোন ঃ ৭১৬৯৫৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৪-১/২০০৪-২৩(৭০) তারিখ, ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৪

বিষয় ঃ **"Institutional Strengthening of the Criminal Justice System and Police Reforms" বিষয়ক কর্মশালার সুপারিশ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের পত্র নং ২১.৪০.০৪ ১৬.০০.০১. ২০০৩-৩৩, তারিখ ১০-১-২০০৪।**

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের বরাতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বিষয়োক্ত কর্মশালার গৃহীত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রতিমাসে ৭(সাত) তারিখের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। এ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্তে এতদসাথে সংযুক্ত ছক মোতাবেক ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ মাসের তথ্যাদি আগামী ২-৩-২০০৪ তারিখের মধ্যে এবং পরবর্তীতে প্রতিমাসের তথ্যাদি পরবর্তী মাসের ২(দুই) তারিখের মধ্যে Fax বার্তায় অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সাবিনা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪৬।

সংক্ষিপ্ত বিচার ও ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও কমিউনিটি পুলিসিং সম্পর্কে মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের ছক।

সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারী ট্রায়াল)

.....মাস, ২০০৪

জেলার নাম	মোট মামলার সংখ্যা			নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা।	পেন্ডিং মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
	পূর্বের জের	বর্তমান মাসে প্রাপ্ত	মোট			

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও স্বাক্ষর

ভ্রাম্যমান আদালত (মোবাইল কোর্ট)

.....মাস, ২০০৪

জেলার নাম	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	মন্তব্য

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও স্বাক্ষর

কমিউনিটি পুলিসিং

..... মাস, ২০০৪

-জেলার নাম ঃ

-জেলায় কর্মরত চৌকিদার এবং দফাদারের সংখ্যা ঃ

-শূন্যপদের সংখ্যা ঃ

-চৌকিদার/দফাদারগণ সপ্তাহে একবার থানায় এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে হাজির হয় কিনা ?

-চৌকিদার/দফাদার কর্তৃক অপরাধ দমনে কর্মতৎপরতা (অপরাধীকে ধরা/অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য (তথ্য সংক্ষিপ্তভাবে) সরবরাহ ইত্যাদি) ঃ

-মন্তব্য ঃ

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা।

নং মপবি/ফৌনীস/৩-২/৯২-১৭০(৭০) তারিখ, ২৩ জুন ২০০৪

বিষয় ঃ **১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী পূরণ, তথ্যাদি ও কাগজপত্র প্রেরণ প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-১৯৫(৭২), তারিখ, ১৩-৭-১৯৯৯.**

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লেখিত স্মারকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণকালে সূত্রস্থ পত্রে উল্লেখিত শর্তাবলী, তথ্যাদি ও কাগজপত্র যথাযথ ও সঠিকভাবে প্রেরণ না করলে এ কার্যক্রম বিলম্বিত ও বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন ঃ

(ক) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে ৬টি/১০টি নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তাবের সংগে প্রেরণ করা হয় সেখানে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মামলার চার্জ গঠনের তারিখ ও ধারা এবং রায় প্রদানের তারিখ ও রায়ের বিষয় সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা;

(খ) প্রস্তাবে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ বিচারকৃত সাজা এবং খালাস প্রদত্ত মামলার নথি পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা;

(গ) আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকৃত মামলার নথি পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত না করা;

(ঘ) ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কার্যকাল ন্যূনতম ১(এক) বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর প্রস্তাব প্রেরণ করা;

(ঙ) বিভাগীয় পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উত্তীর্ণের সপক্ষে গেজেটের সত্যায়িত কপি প্রস্তাবের সংগে সংযুক্ত করা;

(চ) আইন প্রশিক্ষণ সমাপ্তকরণের সপক্ষে সনদের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করা; এবং

(ছ) কেস রেকর্ড গ্রহণ সংক্রান্ত পত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করা।

এমতাবস্থায় এখন হতে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত তথ্যাদি, শর্তসমূহ ও কাগজপত্র প্রেরণে যাতে কোন ব্যত্যয় ও বিচ্যুতি না ঘটে তজ্জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট ছক ও সূত্রস্থ স্মারকের কপি পুনরায় এ সংগে প্রেরণ করা হলো।

মোঃ নজরুল ইসলাম
উপ-সচিব (ফৌজদারী বিচার)
ফোন ঃ ৭১৬৯৫৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা।

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৪/৯৩-১৯৩(২৮) তারিখ, ৮ জুলাই ২০০৪।

বিষয় ঃ **নৌ-পথে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা প্রসংগে।**

সূত্র ঃ **নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের ডি. ও নং নৌপম/টিএ/শা-৮/এম-৯/২০০৪/৬৫৩,** তারিখ, ২৮-৬-২০০৪

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় হতে নৌ-পথ সংযুক্ত জেলাসমূহে নৌ-চলাচলে অনিয়ম দূরীকরণার্থে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার নিমিত্তে একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দিষ্ট করে রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট জেলায় একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত আদালত পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব প্রদান অথবা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য যে সকল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করে থাকেন তাদেরকে নৌ-পথেও নিয়মিতভাবে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সাবিনা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা।

নং মপবি/ফৌনীস/২-১/৯৭-৩০৯(৭২) তারিখ, ১০ নভেম্বর ২০০৪।

বিষয় ঃ **মৃত নারীদেহের সুরতহাল, ময়না তদন্ত ও কবর থেকে লাশ উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে আব্রু রক্ষা প্রসংগে।**

উপর্যুক্ত বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। এ সকল কার্যক্রমে সম্ভব ক্ষেত্রে মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা পুলিশ, মহিলা সেবিকা নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সাবিনা ইয়াসমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১/২১ নভেম্বর ২০০৪

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪/৩১১—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ৩ (১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করিল।

২। এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে।

৩। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১/২১ নভেম্বর ২০০৪

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪/৩১২—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ৫(১) ধারার বিধানমতে নিম্নোক্ত ৩ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হইল এবং একই আইনের ৬(১) ধারার বিধানমতে তাঁদেরকে উক্ত কমিশনের কমিশনার নিয়োগ করা হইল ঃ—

(১) বিচারপতি সুলতান হোসেন খাঁন, (সাবেক বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল)।

(২) ড. এম. মনিরুজ্জামান মিঞা, (সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক রাষ্ট্রদূত)।

(৩) জনাব মনিরুদ্দিন আহমেদ, (সাবেক সদস্য, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৪১১/২১ নভেম্বর ২০০৪

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪/৩১৩—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ৩(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা করার প্রেক্ষিতে একই আইনের ৩৫(১)(ক) ধারামতে "বাংলাদেশ ব্যুরো অব এন্টি-করাপশন" বিলুপ্ত হইল।

২। এই আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হইল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
শারফ উদ্দিন আহমেদ
যুগ্ম-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারি নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪(অংশ)-৩২৯, তারিখ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৪

বিষয় ঃ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণকে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়/সরকারি অনুষ্ঠানাদিতে আমন্ত্রণ জানানো প্রসংগে।

২১-১১-০৪ ইং তারিখের নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪-৩১১ নং প্রজ্ঞাপনে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একই তারিখের নং মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪-৩১২ নং প্রজ্ঞাপনমূলে (কপি সংযুক্ত) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণকে নিয়োগ প্রদানসহ পদমর্যাদা নির্ধারণ করা হয়েছে (কমিশনের চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের এবং কমিশনারগণ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের পদমর্যাদার সমরূপ)। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়/সরকারি অনুষ্ঠানাদিতে তাঁদের নির্ধারিত পদমর্যাদা অনুযায়ী আমন্ত্রণ জানানোসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত ঃ বর্ণনামতে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপ-সচিব (ফৌজদারি বিচার)
ফোন ঃ ৭১৬৯৫৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং-মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪ (অংশ)৩৪৩, তারিখ ঃ ২৩-১২-২০০৪ইং।

বিষয় ঃ বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বাজেট ব্যয় সংক্রান্ত।

নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২১-১১-০৪ইং তারিখের মপবি/ফৌনীস/৪-৩/২০০৪/৩১১নং স্মারকে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩৫(১)(ক) ধারা মোতাবেক "বাংলাদেশ ব্যুরো অব এন্টি-করাপশন" বিলুপ্ত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য ২০০৪-০৫ সনের বাজেটে পৃথকভাবে ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা বরাদ্দ হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাজেটের খাত নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে ইতোমধ্যে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

২। বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরের বাজেটে ১২,২৪,১৬,০০০.০০ (বার কোটি চব্বিশ লক্ষ ষোল হাজার) টাকা বরাদ্দ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। বরাদ্দকৃত এ অর্থ কি পদ্ধতিতে কমিশন/মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থানান্তরিত হবে এবং কি পদ্ধতিতে অর্থ অবমুক্ত করা হবে সে সম্পর্কে পরামর্শের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। উল্লেখ যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩৫(১)(খ) উপ-ধারায় বিলুপ্ত ব্যুরোর আওতাধীন সকল সম্পদ, অধিকার ক্ষমতা ও সুবিধাদি কমিশনের উপর ন্যস্ত করা হলেও ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিলম্বিত অবস্থায় সরকারের সংরক্ষিত (Reserve) কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসেবে রয়েছে। তবে অবলুপ্ত ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাদের পূর্ব আহরিত বেতন-ভাতা অনুযায়ী বেতন ভাতাদি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
উপ-সচিব (ফৌজদারী বিচার)
ফোন ঃ ৭১৬৯৫৯২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং-মপবি/ফৌনীস/৪-১/৯০-১২(৭২), তারিখ, ২৫ জানুয়ারী ২০০৩/১২ মাঘ ১৪০৯

বিষয় ঃ কারা সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৭-১১-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

সূত্র ঃ (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং স্বঃমঃ ১ম-১৬/৯২-জেল-১ (অংশ-১)-৫৪০, তারিখ, ২৪-১২-২০০২
(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং মপবি/ফৌনীস/৪-১/৯০-১১, তারিখ, ২৩-১-২০০৩।

কারা সংস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির ২৭-১১-২০০২ তারিখের সভায় Code of Criminal Procedure, 1898 এর 35A ধারার কার্যকারিতা আদালতের রায়ে প্রতিফলিত হয় কিনা এবং এ ধারার বিধান সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা এ ব্যাপারে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের মতামত চাওয়া হয়েছিল। ইতোমধ্যে কিছু জেলা থেকে মতামত পাওয়া গিয়েছে।

২। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৫এ ধারাটি হলো "Where a person is in custody at the time of his conviction and the offence for which he is convicted is not punishable with death or imprisonment for life, the court may in passing the sentence of imprisonment, take into consideration the continuous period of his custody immediately preceding his conviction"। এ ধারাটি ১৯৯১ সালের Act XVI এর মাধ্যমে নূতনভাবে সংযোজন করা হয়েছে। ধারাটি বাস্তবানুগ ও ন্যায়ানুগ হওয়ায় বর্তমানে ইহা সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মনে করে।

৩। এমতাবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাতে এ ধারার মর্মার্থ অনুধাবণকরতঃ তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করেন নির্দেশিত হয়ে তদবিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

চিত্তরঞ্জণ দাশ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪৬।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৮-৬/৮৯-২৫(৭১), তারিখ, ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৩/১০ ফাল্গুন, ১৪০৯

বিষয় ঃ থানা হাজত/কারাগারে থাকা শিশু/কিশোর ও হেফাজতকারীদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা ৫২.৩১.০৭০০.০০.০১.২০০২-৭৬(১৫১), তারিখ, ৪-২-০৩।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে থানা হাজত/কারাগারে থাকা শিশু/কিশোরদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে কিশোর/কিশোরীদের জন্য সংশোধন কেন্দ্র এবং মহিলা ও শিশু/কিশোরী হেফাজতকারীদের জন্য নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কিশোর/কিশোরীদের জন্য নির্মিত সংশোধন কেন্দ্রে এবং মহিলা , শিশু ও কিশোরী হেফাজতকারীদের জন্য নির্মিত নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে কারাবন্দী কিশোর/কিশোরীদের ও হেফাজতীদের প্রেরণ করা হচ্ছে না। এছাড়া কিশোর/কিশোরী অপরাধীদের বিচারের জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ এবং প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এ বিস্তারিত বিধান রাখা সত্ত্বেও ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে উক্ত আইন যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে না।

২। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে থাকা শিশু/কিশোরদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্রে/কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক অনুসরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

হুসনে জান্নাত সাহিদা
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৮৬২৩৩১৪।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৪-১/৯৬-৬৪(৭১), তারিখ, ২৬ জুন ২০০৩

বিষয় ঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারার ক্ষমতা অর্পণের (সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা) প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্ধারিত 'ছক'।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারার ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ব নির্ধারিত 'ছক' সংশোধন করে একটি সংশোধিত 'ছক' এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। জেলায় কর্মরত ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদের ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারার ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব সংযুক্ত সংশোধিত 'ছক' অনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত 'ছক' ১(এক) কপি।

মাউসুম-ই-নাজমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৬৬৪৪৬।

ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারার ক্ষমতা অর্পণের (সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা) প্রস্তাব প্রেরণ সংক্রান্ত 'ছক'

১। জেলার নাম ঃ
২। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম (পরিচিতি নম্বরসহ) ঃ
৩। জন্ম তারিখ ঃ
৪। চাকুরীতে যোগদানের তারিখ ঃ
৫। এ পর্যন্ত কোন কোন জেলায় চাকুরী করেছেন ঃ
৬। বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণের তারিখ ঃ
৭। সিনিয়র স্কেল প্রাপ্তির তারিখ ঃ
৮। বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ ঃ
৯। ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্যকাল ঃ
এবং মামলা নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা ঃ
১০। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কার্যকাল এবং মামলা নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা ঃ
১১। গত ১ বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্য ঃ

পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	শাস্তি প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা	খালাস প্রদত্ত মামলার সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	মন্তব্য

১২। গত ১ বৎসরে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের উপর অর্জিত নম্বর ঃ

জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট

১৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য (দক্ষতা, সততা, সুনাম, আইন বিষয়ক জ্ঞান ও বিচারকসুলভ ব্যবহারের উল্লেখসহ) ঃ

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ ঃ

১৪। বিভাগীয় কমিশনারের মতামত ঃ

বিভাগীয় কমিশনারের নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ফৌজদারী নীতি ও সংগঠন শাখা

নং মপবি/ফৌনীস/৩-১/২০০৩-(অংশ-৪)-১৫২(৭০), তারিখ, ২৩ অক্টোবর ২০০৩

বিষয় ঃ **ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।**

১ম শ্রেণীর ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের যে সকল যোগ্যতা অর্জন করতে হয় তা বিভিন্ন আদেশ/পরিপত্র এর মাধ্যমে ইতোপূর্বে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।

২। পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশের নিমিত্তে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রায়শই অসম্পূর্ণ/সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। ফলে ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দীর্ঘায়িত হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে ম্যাজিস্টেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কার্যকাল, সাক্ষ্য গ্রহণের প্রমাপ সঠিক আছে কিনা তা যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তথ্যাদির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পরিদর্শন প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পূর্ণাংঙ্গ (অভিযোগ গঠন থেকে রায় প্রদান পর্যন্ত) বিচারকৃত মামলাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি বিশেষ করে লক্ষ্য রাখা সমীচীন।

৩। এমতাবস্থায় বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে উল্লিখিত বিষয়গুলো অনুসরণপূর্বক ১ম ও ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের পূর্ণাংঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মাউসুম-ই-নাজমীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৫১৪২৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সিজে-১-শাখা।

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-২৫(৭১), তারিখ, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০০/২৭ মাঘ ১৪০৬

বিষয় ঃ **১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পনের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।**

বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পনের প্রস্তাব প্রেরণকালে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে মামলার রায় ঘোষণায় ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৬৭ ধারার সকল বিধান যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতঃ নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

মোঃ ইউছুফ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সিজে-১-শাখা।

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-১৯৫(৭২), তারিখ, ১৩ জুলাই ১৯৯৯/২৯শে আষাঢ় ১৪০৬

বিষয় ঃ **১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাচ্ছে যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রেরিত প্রস্তাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোন জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অত্র বিভাগ হতে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইতঃপূর্বেকার জারীকৃত আদেশ যথাযথভাবে পালন না করে অত্র বিভাগে তাঁদের অধীনস্থ ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়্যাল ক্ষমতা অর্পণের জন্য সুপারিশ করে থাকেন। ত্রুটি-বিচ্যুতযুক্ত এই সকল প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অহেতুক অত্র বিভাগের যেমন সময় নষ্ট হয় তেমনি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটেরও ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়্যাল ক্ষমতা পেতে বিলম্ব ঘটে। এমতাবস্থায়, ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়্যাল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় অত্র বিভাগ হতে ইতঃপূর্বেকার জারীকৃত বিভিন্ন আদেশের আলোকে যাচিত তথ্যসহ নিম্নোক্ত তথ্য প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছেঃ

(১) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী ৬(ছয়) মাস সময়ের মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ ও মামলার নিষ্পত্তি প্রমাপ;

(২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিসিএস মূল প্রশাসন ক্যাডারের ক্ষেত্রে ৬(ছয়)টি ও বিসিএস সাবেক সচিবালয় ক্যাডারের কর্মকর্তার ক্ষেত্রে ১০(দশ)টি পূর্ণ বিচারকৃত মামলার নথি পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিবেদন;

(৩) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারকৃত নথি পর্যালোচনাকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিবেন ঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পূর্ণ বিচারকৃত অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ গঠন হতে রায় প্রদান পর্যন্ত ৬/১০ টি জি, আর/সি, আর মামলার নথি পর্যালোচনাপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তাবের সাথে সংযুক্তকরণ। নথি পর্যালোচনায় নন জি, আর মামলা অন্তর্ভূক্ত না করা;

(খ) আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচারকৃত মামলার নথি পর্যালোচনায় অন্তর্ভূক্ত না করা;

(গ) প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আনুপাতিক হারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ বিচারকৃত সাজা প্রদত্ত মামলার নথি পর্যালোচনায় অন্তর্ভূক্ত করা;

(ঘ) মামলার নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদনে অভিযোগ গঠন-এর ক্ষেত্রে আসামীকে ফৌঃকাঃবিঃ ২৪২ ধারায় পরীক্ষা, সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীকে ফৌঃকাঃবিঃ ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা, রায়ের সময় আসামীকে খালাস/সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা, আসামীকে খালাস বা সাজার ক্ষেত্রে দণ্ড বিধির সুনির্দিষ্ট ধারার উল্লেখ রয়েছে কিনা এবং সাজার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির সুনির্দিষ্ট ধারায় সাজার পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করণ;

(ঙ) ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়্যাল ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের ছকের ১৩নং কলামে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের (১) সততা (২) দক্ষতা (৩) সুনাম (৪) আইন বিষয়ক জ্ঞান ও (৫) বিচারকসুলভ মনোভাব সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মন্তব্য প্রদান।

২। প্রস্তাবের সাথে—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিভাগীয় পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উচ্চমানে উত্তীর্ণের স্বপক্ষে গেজেটের সত্যায়িত কপি;

(খ) সাফল্যজনকভাবে আইন প্রশিক্ষণ গ্রহণের স্বপক্ষে বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি। সার্টিফিকেটে শুধুমাত্র অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মার্কসিটের সত্যায়িত কপি;

(গ) কেস রেকর্ড গৃহীত হওয়ার স্বপক্ষে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর উইং এর পত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্তকরণ;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোথায়, কোন পদে, কতদিন কর্মরত ছিলেন তা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার চাকুরীর বৃত্তান্ত অন্তর্ভূক্তকরণ।

৩। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রিরিয়্যাল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রতিপালনের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

মোঃ ইউছুফ আলী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিশিষ্ট-ক

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণের ছক

১। ম্যাজিস্ট্রেট-এর নাম ঃ

২। পদবি ঃ

৩। কর্মস্থল ঃ

৪। সরকারী চাকুরিতে যোগদানের তারিখ

৫। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দায়িত্ব পালনের কার্যকাল ঃ

৫.১। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে

৫.২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে (ন্যূনতম ১ বৎসর হইতে হইবে, সাবেক সচিবালয় ক্যাডারের জন্য ১ বৎসর ৬ মাস)

৬। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কতদিন আদালতে বসিয়াছেন (ন্যূনতম ১০০ দিন হইতে হইবে, সাবেক সচিবালয় ক্যাডারের জন্য ১৫০ দিন)।

৭। পূর্ণ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার মোট সংখ্যা (ন্যূনতম ২০টি সি, আর/জি, আর মামলা)

৭.১। সাজা প্রদত্ত মামলার সংখ্যা ঃ

৭.২। খালাস প্রদত্ত মামলার সংখ্যা ঃ

৮। গৃহীত সাক্ষীর সংখ্যা (ন্যূনতম ১৫০ জন হইতে হইবে, সাবেক সচিবালয় ক্যাডারের জন্য ২০০ জন)

৮.১। ফেরত প্রদত্ত সাক্ষীর সংখ্যা ঃ

৯। ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল

৯.১। মোট আপীলের সংখ্যা ঃ

৯.২। উচ্চ আদালত কর্তৃক বহালকৃত রায়ের সংখ্যা ঃ

৯.৩। উচ্চ আদালত কর্তৃক বাতিলকৃত রায়ের সংখ্যা ঃ

৯.৪। বিচারাধীন আপীলের সংখ্যা ঃ

১০। বিসিএস (প্রশাসন) একাডেমীতে ফৌজদারী আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা? (প্রশিক্ষণের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হইবে)

১১। বিভাগীয় পরীক্ষায় সকল বিষয়ে উচ্চমানে উত্তীর্ণ কিনা? (গেজেটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)। ঃ

১২। কেস রেকর্ড গৃহীত হইয়াছে কিনা (গ্রহণ সংক্রান্ত পত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

১৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পরিদর্শনে প্রদত্ত অভিমত। (সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পূর্ণ বিচারকৃত ৬টি, প্রাক্তন সচিবালয় ক্যাডারের জন্য ১০টি সি, আর/জি, আর মামলার নথি পরীক্ষা করিতে হইবে এবং প্রতিবেদনে অভিযোগ গঠনের তারিখ, ধারা, প্রদত্ত রায়ের তারিখ ও প্রকৃতিসহ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তাহার দক্ষতা, সততা, সুনাম, আইন বিষয়ে জ্ঞান, বিচারকসুলভ মনোভাব ইত্যাদি প্রতিফলিত হইতে হইবে)।

১৪। বিভাগীয় কমিশনারের মতামত ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-৪৫(৭১), তারিখ, ২৯ মার্চ ৯৮/১৫ চৈত্র ১৪০৪

বিষয় ঃ **১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাইতেছে যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক ৬/১০টি মামলার নথি পর্যালোচনা করিয়া মন্তব্যসহ প্রতিবেদন প্রেরণের বিধান রহিয়াছে। লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, কোন কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পর্যালোচনাকৃত ৬/১০টি মামলার মধ্যে সাজা প্রদত্ত মামলাগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসামীদের অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা মামলাসমূহের প্রতিবেদন পেশ করা হইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার কাজের দক্ষতা সঠিকভাবে নিরুপনের লক্ষ্যে কেসের প্রাপ্যতা সাপেক্ষে আসামীদের উপস্থিতিতে পূর্ণাংগ বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নথি নির্বাচন করিয়া বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবার জন্য এবং আপীল মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে মামলার ধারা ও আপীল বিষয়ে মন্তব্যসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হামিদুল হক
উপ-সচিব
ফোন ঃ ৮৬৯৩৯৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-৫০(৭১), তারিখ, ২৯ এপ্রিল ৯৮/১৬ চৈত্র ১৪০৫

বিষয় ঃ **প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাইতেছে যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাবের সহিত প্রেরিত মামলার নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদন নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ মামলার চার্জ গঠনের ধারা, নির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং সাজা প্রদত্ত মামলায় সাজার পরিমাণ উল্লেখ করেন না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে মামলার চার্জ গঠনের ধারা, নির্দিষ্ট কোন ধারায় মামলা প্রমাণিত হইয়াছে এবং সাজা প্রদত্ত মামলার সাজার পরিমাণ উল্লেখপূর্বক মামলার নথি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হামিদুল হক
উপ-সচিব
ফোনঃ ৮৬৯৩৯৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-৮৯(৭১), তারিখ, ৫ জুলাই ৯৮/২১ আষাঢ় ১৪০৫

বিষয় ঃ প্রথম **শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানান যাইতেছে যে, ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাবের সহিত আদালত পরিদর্শন প্রতিবেদন পরীক্ষায় দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মামালার নথি পর্যালোচনাকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ সাজার পরিমাণ, অভিযোগ গঠনের ও সাজা প্রদানের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করেন না । এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে আদালত পরিদর্শন প্রতিবেদনে মামলার নথি পর্যালোচনাকালে সাজার পরিমাণ অভিযোগ গঠণের ও সাজা প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্য বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ ইউসুফ আলী

সিনিয়র সহকারী সচিব।

ফোনঃ ৮৬৩৬৩৯-৩০৩৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৩-২/৯২-১৬৫(৭২), তারিখ, ৮ জুলাই ৯৭/২৪ আষাঢ় ১৪০৪

বিষয় ঃ প্রথম **শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণপূর্বক জানান যাইতেছে যে, ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটগণকে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় প্রস্তাবের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কোন পদে কোথায় কতদিন কর্মরত ছিলেন তাহা উল্লেখ পূর্বক চাকুরী বৃত্তান্ত প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হামিদুল হক

উপ-সচিব

ফোনঃ ৮৬৯৩৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৯-১/৮৭-২৪৯(৭৭), তারিখ, ১২ নভেম্বর ৯৭/২৮ কার্তিক ১৪০৪

বিষয় ঃ **শিশু আইন, ১৯৭৪ শিশু বিধিমালা ১৯৭৬ এবং দি প্রবেশন অব অফেনডার্স ১৯৬০ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করণ।**

উপরোক্ত বিষয়ে সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণের সভাপতিত্বে প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত মাসিক জুডিসিয়াল কনফারেন্সে প্রত্যেক জেলার সমাজ সেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসারকে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে সেই সভায় প্রবেশন তৎপরতা নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হইলে প্রবেশন কার্যক্রম সক্রিয়করণ ও উহার তত্ত্বাবধান অনেকাংশে নিশ্চিত হইবে।

২। এমতাবস্থায় প্রত্যেক জেলায় অনুষ্ঠিত মাসিক জুডিসিয়াল কনফারেন্সে জেলার প্রবেশন কর্মকর্তাকে অর্ন্তভুক্ত করিয়া তাহাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করিবার জন্য নির্দেশক্রমে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হামিদুল হক

উপ-সচিব

ফোনঃ ৮৬৯৩৯৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৮-৬/৮৯-২৫১(৭২), তারিখ, ১৮ নভেম্বর ৯৭/৪ অগ্রহায়ণ ১৪০৪

বিষয় ঃ **জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত মাসিক সভা দিবসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রসংগে।**

গত ১৭-৯-৯৭ ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটির সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে যে, জেলায় অনুষ্ঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির সভায় বিষয়টি প্রায়ই তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনা করা হয় না। বিষয়টিকে একটি রুটিন কাজ হিসাবে না দেখিয়া বর্তমান সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি হিসাবে গণ্য করা উচিৎ।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কমিটির মাসিক সভা দিবসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত করা এবং বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হইল।

মোঃ হামিদুল হক

উপ-সচিব

ফোনঃ ৮৬৯৩৯৫।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ফৌজদারী বিচার শাখা-১

নং মপবি/সিজে-১/৮-১/৯৪-১১১(৭০), তারিখ, ৯ জুলাই ৯৭/২৫ আষাঢ় ১৪০৪

বিষয় ঃ **ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে বিচারাধীন ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তিকরণ প্রসংগে।**

উপরোক্ত বিষয় গত ৬ মাসের প্রাপ্ত ফৌজদারী মামলার বিবরণী পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার জেলার ফৌজদারী মামলা নিস্পত্তির হার দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা এবং বিগত বৎসরসমূহে নিস্পত্তিকৃত মামলার তুলনায় অনেক কম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে মামলার নিস্পত্তি ও গৃহীত স্বাক্ষীর সংখ্যা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত প্রমাপ অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম পয়েন্ট অর্জন করিতে সক্ষম হন নাই। কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের কার্যক্রম খুবই হতাশাব্যঞ্জক । বিষয়টি বিগত ০৭-০৭-৯৬ ইং তারিখ আন্তঃ মন্ত্রণালয় ফৌজদারী বিচার পরিবীক্ষণ সভায় আলোচিত হয় এবং অসন্তোস প্রকাশ করা হয়।

২। বিপুল সংখ্যক মামলা দীর্ঘদিন যাবৎ বিচারাধীন থাকার ফলে একদিকে যেমন মামলার পক্ষগণ হয়রানির স্বীকার হইতেছে অপরদিকে কোন কোন মামলায় বিচারাধীন আসামীগণ দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী থাকার দরুণ স্থান সংকুলানের সমস্যাসহ নানা প্রকার অনভিপ্রেত অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহা মোটেই কাম্য নয়।

৩। বিগত ৬ মাসে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও জাতীয় সংসদের নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মামলা নিস্পত্তি কিছুটা বিঘ্নিত হইয়াছে। বর্তমানে একটি বিশেষ উদ্যোগ (Drive) ও উদ্যোম (initiative) গ্রহণপূর্বক আগামী ৬ মাসে মামলা নিস্পত্তির হার একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় তাঁহার জেলার বিচারাধীন ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিচারকার্যে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষ সমন্বয় সভা আহ্বান পূর্বক জরুরীভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। ইহাছাড়া নিম্ন আদালতসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন জোরদার এবং মাসিক জুডিসিয়েল সভায় মামলা নিস্পপত্তির বিষয়টি ফলপ্রসূ পর্যালোচনা করিয়া কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৪। বিষয়টি অতীব জরুরী।

আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী

যুগ্ম-সচিব।